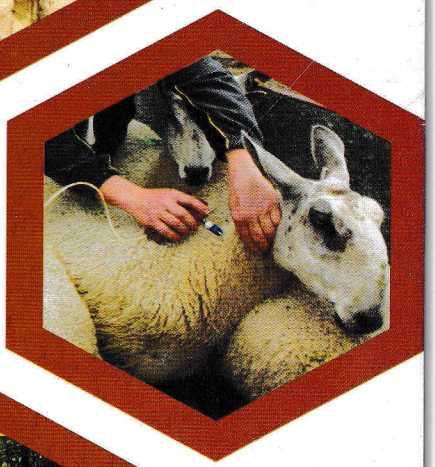

পিপিআর রোগ ও প্রতিরোধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

পিপিআর রোগ মুক্তকরণ ও প্রতিরোধ

পিপিআর ঃ

পিপিআর ছাগল ও ভেড়ার অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। একে ছাগলের প্লেগ রোগও বলা হয়। এটি একটি OIE কতৃক চিহ্নিত সতর্কতামূলক রোগ। পিপিআর একটি ট্রান্সবাউন্ডারী রোগ যা পার্শ্ববর্তী আক্রান্ত দেশ থেকে আমাদের দেশে প্রবেশ করতে পারে। ছাগল/ভেড়া পিপিআর রোগে আক্রান্ত হলে ছাগল/ভেড়া পালনকারী দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুহার শতকরা ৫০-৮০ ভাগ। তাই পিপিআর রোগ নির্মূল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং প্রাণী স্বাস্থ্যের বিশ্ব সংস্থা (OIE) ২০৩০ সালের মধ্যে সারাবিশ্ব থেকে এ রোগটি নির্মূলের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশ থেকে পিপিআর রোগ নির্মূলের উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

রোগের কারণ ঃ

পিপিআর রোগটি প্যারামিক্সোভিরিডি পরিবারভুক্ত মরবিলি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়।

বিস্তার ঃ

পিপিআর রোগটি আফ্রিকা মহাদেশ এবং এশিয়া মহাদেশের ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশসহ ৭০টি দেশে বিস্তৃত। এ রোগটি ১৯৪২ সালে প্রথম আইভোরি কোষ্টে দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ ঃ

পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগল ও ভেড়া নিম্নবর্ণিত লক্ষণ প্রকাশ করে-

১। ছাগল/ভেড়া ঝিমায় ও খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি থাকে।

২। ছাগল/ভেড়ার জ্বর হয় যা শরীরের তাপমাত্রা ১০৭-১০৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

৩। নাকে, মুখে ও চোখে পানির মত তরল পদার্থ দেখা যায়।

৪। মুখের ভিতর চোয়ালে, মাড়িতে ও জিহ্বায় ঘা হয় এবং জিহ্বার গোড়া ফুলে যায়।

৫। ছাগল পিঠ বাঁকা ও মুখ নীচু করে থাকে।

৬। পরবর্তীতে শ্লেষ্মা দিয়ে নাক বন্ধ হয়ে যায় ও শ্বাসকষ্ট হয় এবং নিউমোনিয়া দেখা দেয়।

৭। এ রোগে আক্রান্তের কয়েকদিন পরে রক্তমিশ্রিত ও দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা ও পানিশূন্যতা দেখা দেয় এবং ছাগল/ভেড়া ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে মারা যায়।

পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগল

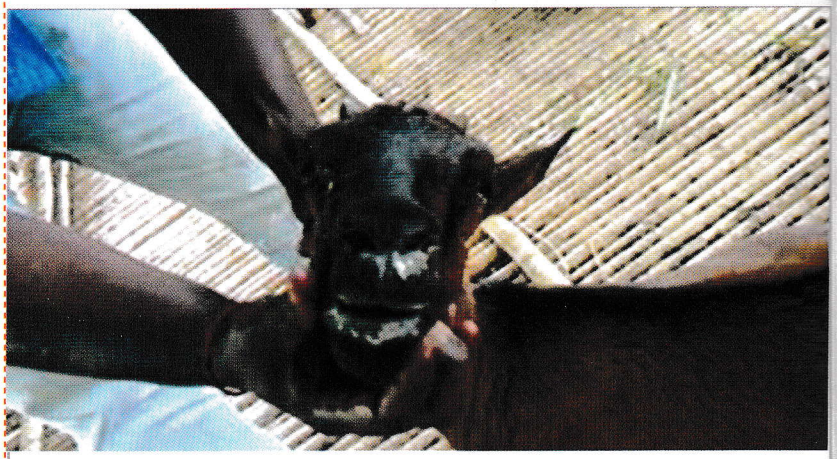

পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগলের মুখে ঘাঁ

পিপিআর রোগে আক্রান্ত ভেড়ার পাতলা পায়খানা

রোগ নির্ণয় ঃ

১। প্রাণির মালিকের রোগের বর্ণনা, রোগের লক্ষণ ও ময়না তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করে রোগ নির্ণয় করা যায়।

২। চূড়ান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য সেরোলজিক্যাল বা মলিকুলার টেষ্ট করা যায়। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ AGID/AGPT/ELISA টেষ্ট করা হয়।

চিকিৎসা ঃ

যেহেতু এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ, এ রোগের তেমন কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তবে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা করালে আক্রান্ত ছাগল/ভেড়ার মৃত্যুহার কমানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত চিকিৎসা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ রোধ করার জন্য ব্রড স্পেক্ট্রাম এন্টিবায়োটিকস যেমন-অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন ইত্যাদি।

২। পাতলা পায়খানার জন্য সালফোনামাইড বোলাস এবং স্যালাইন দিতে হবে।

৩। এন্টিহিস্টামিনিক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

এভাবে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা করালে শতকরা ১৩ ভাগ ছাগল/ভেড়া বেঁচে যেতে পারে।

পিপিআর রোগ মুক্তকরণ ও প্রতিরোধ ঃ

১। সুস্থ ছাগল/ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদানই দেশ থেকে পিপিআর রোগ নির্মূল করার একমাত্র উপায়।

২। ছাগল/ভেড়ার বাচ্চার বয়স ৪ মাস হলেই এই টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

৩। পিপিআর টিকার কার্যকারিতা টিকা প্রয়োগের পর থেকে পরবর্তী ৩/৪ বছর পর্যন্ত থাকে। তবে পরপর দুই বছরে ২ বার টিকা প্রদান করলে সারাজীবনের জন্য ছাগলের/ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়।

৪। অসুস্থ ছাগল/ভেড়াকে মাঠে চড়ানো যাবে না, বাজারে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যাবে না।

৫। অসুস্থ বা আক্রান্ত ছাগল/ভেড়ার মলমূত্র পরিষ্কার করে মাটির নিচে পুতে ফেলে তার উপর ব্লিচিং পাউডার বা চুন ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মৃত ছাগলকেও মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

৬। অসুস্থ ছাগল/ভেড়াকে টিকা প্রদান করা যাবে না।

৭। সর্বোপরি, পিপিআর টিকা প্রয়োগের ১৫ দিন পর্যন্ত ছাগলকে/ভেড়াকে ধকল দেয়া যাবে না বা এক স্থান থেকে অন্য দূরবর্তী স্থানে আনা-নেওয়া করা যাবেনা।

৮। বাংলাদেশকে পিপিআর রোগমুক্ত করতে হলে দ্রুত ও সঠিক Surveillance (নজরদারী)-এর পর সকল ছাগল/ভেড়াকে এক বছর পর পর দুইবার পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

পিপিআর রোগের টিকা প্রদান

সুস্থ্য ছাগলের পাল

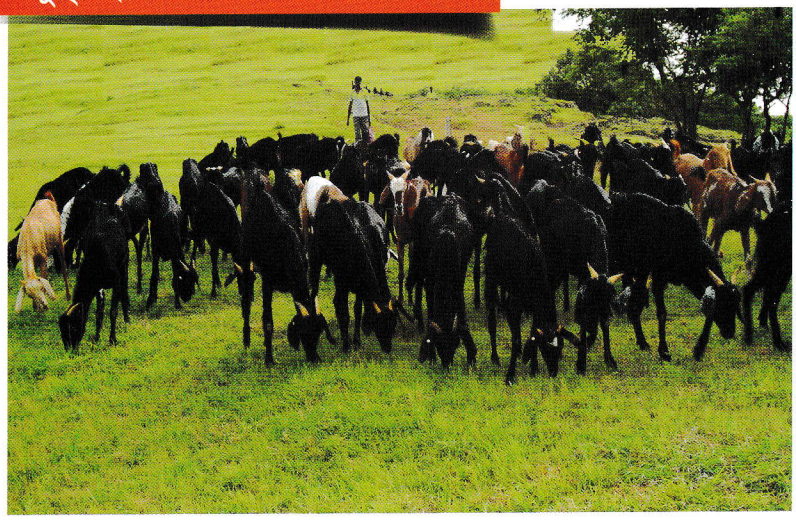

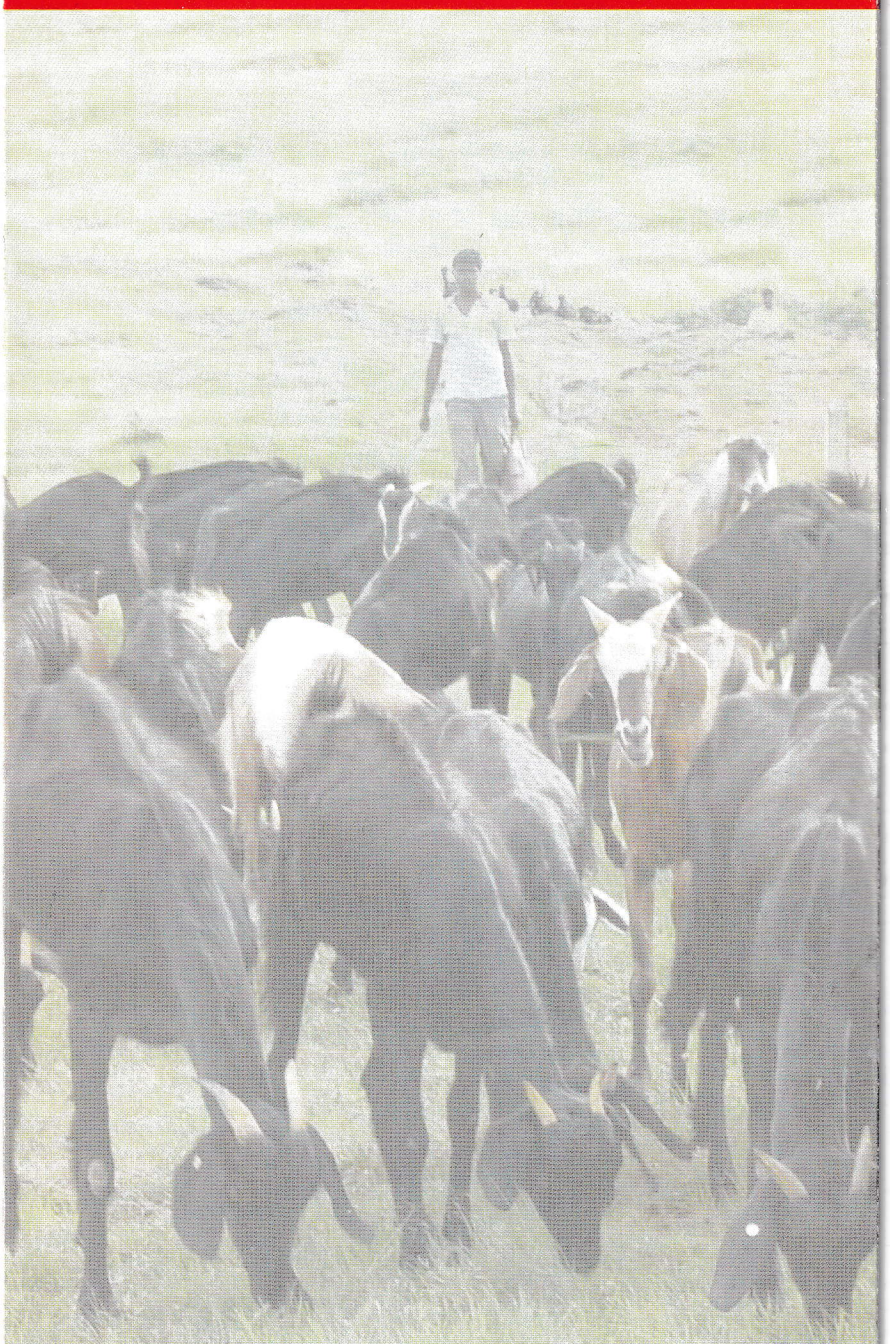

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
pdppr.fmd@gmail.com